রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৪ সনের ৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২৫, ২০২৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৭—৪৮
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৯—১৩৫
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৭
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৭—১১৯
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৫১
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা		নাই
(১)	.....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২)	.....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩)	..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪)	..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫)	..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬)	..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পানি সরবরাহ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ কার্তিক ১৪৩০/০৯ নভেম্বর ২০২৩

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১০.২২-১৫২৭—যেহেতু, জনাব মোঃ জামানুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা সার্কেল, খুলনা [সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (চ. দা.), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা জেলা, পাবনা]-এর বিরুদ্ধে পাবনা জেলার সুজানগর পৌরসভায় আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য Piped Water Environmental Sanitation প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না করে সমস্ত টাকা উত্তোলনসহ ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে ১১ জুন, ২০২১ তারিখে আনন্দ টিভিতে প্রচারিত সংবাদ এবং ০৯ মে, ২০২১ তারিখে জাতীয় দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় "সুজানগরে ভেস্তে গেছে সুপেয় পানি প্রকল্প" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ১৯-০৭-২০২২ তারিখে ৩৭৩ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বর্ণিত কর্মকর্তাকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়- যার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী নিম্নরূপ :

(১) প্রথমবার পাম্প চালু করার সাথে সাথে পাইপ ফেটে যায়। তিনি পাইপের গুণগতমান যাচাই না করে মানবিহীনভাবে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং কারিগরি দিক থেকেও প্রকল্পটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি যার দায় প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে তাঁর;

(২) 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' এবং 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' গঠনে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ না করে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে;

(৩) প্রকল্পে সুজানগর পৌরসভায় ৭২৫টি গৃহে সংযোগ যথাযথভাবে দেয়া হয়নি, ফলে ৭২৫টি গৃহের বাসিন্দারা সুপেয় পানির সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং এর দায় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তাঁর;

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

(৪) তিনি প্রকৃত ঠিকাদারের বাইরে সাব-ঠিকাদার দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। কারিগরি দিক বিবেচনায় অদক্ষ ও অপেশাদার ঠিকাদার দ্বারা কাজটি সম্পন্ন করায় প্রকল্পটি কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি ঠিকাদারদের সঠিকভাবে মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। তাই প্রকল্পের অনিয়ম ব্যর্থতার দায় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তাঁর;

(৫) তিনি প্রকল্পের তফসিলসহ জমি বুঝে না পাওয়া সত্ত্বেও স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করে সরকারি অর্থের অপচয় করেছেন। ফলে কিছু স্থাপনা ও মালামাল বেহাত হয়েছে;

(৬) তিনি প্রকল্প শেষে ডাবল কেবিন পিক-আপ গাড়িটি পরিবহন পুলে ফেরত না দিয়ে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্তব্যে অবহেলা করেছেন;

(৭) প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ২০ বছর স্থায়ীত্ব ও লাভজনক একটি প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হলেও তাঁর অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনায় প্রকল্পটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এবং উপকারভোগীরা কাঙ্খিত সুপেয় পানি সরবরাহ হতে বঞ্চিত রয়েছেন।

যেহেতু, অভিযোগের বিপরীতে অভিযুক্ত নিম্নোক্ত জবাব পেশ করেছেন :

(১) প্রকল্পের আওতায় সুজানগর পৌরসভায় ২০০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ১.১০ কিঃমিঃ, ১৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের ৪.৪২ কিঃমিঃ ও ১০০ মিঃমিঃ ব্যাসের ২৩.৪৮ কিঃমিঃ পাইপলাইন অর্থাৎ মোট ২৯ কিঃমিঃ পাইপলাইন পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত স্থান তালিকা অনুসরণে স্থাপন করা হয়েছে। মালামালের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়র ও তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে BOQ অনুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত পাইপ হতে দৈবচয়নের মাধ্যমে সংগৃহীত নমুনা KUET/RUET-এ পরীক্ষার মাধ্যমে গুণগতমান (BS-3505) নিশ্চিত হয়ে Class-B পাইপ দ্বারা কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, মেয়র কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রদানের পর চলতি বিল এবং কার্যাদেশভুক্ত সমুদয় কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যৌথভাবে Pressure test disinfection সম্পন্ন করে সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে মেয়রের নিকট হস্তান্তরের পর চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

(২) PPA-২০০৬ ও PPR-২০০৮ এর বিধি-৭ ও বিধি-৮ এবং তফসিল-২ অনুসরণে 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' ও 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী টেন্ডার কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৩) প্রকল্পের আওতায় সুজানগর পৌরসভায় ৭২৫টি গৃহসংযোগ পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত স্থান তালিকা অনুসরণে নির্মাণ করা হয়েছে এবং মেয়র কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রদানের পর চলতি বিল এবং কার্যাদেশভুক্ত সমুদয় কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

(৪) প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিভুক্ত সকল অংগের কাজ PPA-2006 ও PPR-2008 অনুসরণে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয় এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তুলনামূলক বিবরণী অনুমোদন করা হয়। এক্ষেত্রে, কারিগরীভাবে রেসপনসিভ এবং ১ম সর্বনিম্ন দরপত্রদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া, ঠিকাদার নিয়োগে কোনরূপ অনিয়ম হয় নাই। তাছাড়া, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজসমূহ যথাযথভাবে মনিটরিং করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক কার্যসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদনের পর পৌরসভা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই বাছাই অন্তে পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

(৫) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক জমি অধিগ্রহণের কোন সংস্থান ছিল না। পৌরসভার সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কীয় চুক্তিনামার 'ঝ' শর্ত মোতাবেক "উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় জমি প্রকল্প বাস্তবায়নকালের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করিবে।" সে মোতাবেক মেয়র, সুজানগর পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত স্থানে স্থাপনাসমূহ নির্মাণ এবং পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁর কর্মকালীন সময়ে নির্মিত স্থাপনাসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার হয়ে আসছিল। উল্লেখ্য, বদলীজনিত কারণে ১২-০৩-২০১৬ তারিখে তিনি পাবনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার প্রায় ৬ বছর ৬ মাসের অধিক সময়কালের পর স্থাপনাসমূহ বেহাত হওয়ার বিষয়ে তাঁর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

(৬) গাড়িটি সরকারি পরিবহন পুলে জমা প্রদানের জন্য স্মারক নং-১২, তারিখ : ০৬-০৭-২০১৫ এবং স্মারক নং-৮৪৩, তারিখ : ১৭-০২-২০১৬ এর মাধ্যমে প্রধান প্রকেশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বরাবর নির্দেশনা চেয়ে পত্র প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বদলীজনিত কারণে ১২-০৩-২০১৬ তারিখে তিনি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা জেলার দায়িত্ব হস্তান্তরপূর্বক সিরাজগঞ্জ জেলায় যোগদান করেন।

(৭) "পাবনা জেলার সুজানগর, ভাঙ্গুড়া ও চাটমোহর পৌরসভায় পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন" প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয় এবং সুজানগর পৌরসভার কাজ নিয়ম মাফিক সম্পন্ন করে সকল স্থাপনা চালু অবস্থায় ৩১-১০-২০১৩ ও ২৯-০৬-২০১৫ তারিখে মেয়র, সুজানগর পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

যেহেতু, বর্ণিত প্রকল্প সম্পর্কে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সামগ্রিক মূল্যায়নে উল্লেখ করা হয়েছে :

"প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামোসহ অন্যান্য মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট চালু ও ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্তৃক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামো পৌরসভা কর্তৃক পরিচালনাসহ রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। পাম্প হাউজসমূহ সচল থাকতে দেখা যায় এবং এ সকল পাম্প হাউজ দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ২ বার চালু করা হয়। বাসা বাড়িতে সংযোগকারী কিছু গ্রাহকের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, তারা বর্তমানে পৌরসভা হতে তাদের চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ পাচ্ছে।"

যেহেতু, বর্ণিত প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজের মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত এবং কাজ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অধিকতর তদন্তের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১২-০৩-২০২৩ তারিখে ৫০৪৬ নম্বর স্মারকে গঠিত ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি হতে নিম্নরূপ প্রতিবেদন পাওয়া গেছে :

"ইতোপূর্বে কমিটি কর্তৃক একটি স্থানের পাইপের নমুনা সংগ্রহপূর্বক বাহ্যিক গুণগতমান পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং মতামতসহ

প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্থাপনা যেমন উৎপাদক নলকূপ, পাম্প হাউজ, বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন, সারফেস ড্রেন ও মিটারসহ গৃহ সংযোগ ইত্যাদি অবকাঠামোসমূহ পৌরসভার নিকট হস্তান্তরিত হলেও তা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর অভাবে বর্তমানে অব্যবহৃত/অচল অবস্থায় আছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়।

প্রকল্পের নথিপত্র পর্যলোচনা করে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা বিভাগ, পাবনা ও মেয়র, সুজানগর পৌরসভা, পাবনা এর মধ্যে প্রকল্পের শুরুতেই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কীয় চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। "প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পৌরসভা পালন করবে" মর্মে চুক্তিনামায় উল্লেখ আছে। সুজানগর পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাটি ২০১২ সালে স্থাপন শুরু হয় এবং পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট সকল অবকাঠামো সম্পূর্ণ ব্যবহার উপযোগী ও চালু অবস্থায় ২০১২ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হয়। অবকাঠামোসমূহ পৌরসভার নিকট হস্তান্তরের পর পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবকাঠামোসমূহের গুণগতমান সম্পর্কিত অভিযোগের কোন প্রমাণক নথিপত্রে পাওয়া যায়নি। পানি সরবরাহ ব্যবস্থাটি সচল না থাকার কারণে দীর্ঘ ১১ বছর পূর্বে বাস্তবায়িত ও পৌরসভার নিকট হতে হস্তান্তরিত অবকাঠামোসমূহের নির্মাণকালীন সময়ের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণসহ গুণগতমান নির্ণয় করা কমিটির পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, তবে কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ের নথিপত্রে প্রাপ্ত পাইপ টেস্টের রিপোর্ট পর্যলোচনাপূর্বক দেখা যায়, পাইপ টেস্টের ফলাফল সন্তোষজনক ছিল।

যেহেতু "পাবনা জেলার সুজানগর, ভাঙ্গুরা ও চাটমোহর পৌরসভায় পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড এনভায়রনমেন্ট স্যানিটেশন" প্রকল্পের আওতায় সুজানগর পৌরসভায় নির্মিত সকল অবকাঠামোসমূহ সম্পূর্ণ ব্যবহার উপযোগী এবং চালু অবস্থায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সুজানগর পৌরসভায় হস্তান্তরিত হয়েছে, সেহেতু চুক্তিপত্র অনুযায়ী অবকাঠামোসমূহ হস্তান্তর পরবর্তী পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্বও সুজানগর পৌরসভার।"

যেহেতু, জনাব মোঃ জামানুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা সার্কেল, খুলনা [সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (চ. দা.), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা জেলা, পাবনা] কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব, সংযুক্ত প্রমাণাদি এবং ব্যক্তিগত শুনানী পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, জনাব মোঃ জামানুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা সার্কেল, খুলনা [সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (চ. দা.), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা জেলা, পাবনা]-কে একই বিধিমালার বিধি ৬(২) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা (মামলা নম্বর-০৪/২০২২) নিষ্পত্তি করা হলো। একইসাথে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। সাময়িক বরখাস্ত কালকে নিয়মিত কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো। এজন্য তিনি বিধি মোতাবেক বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ ইব্‌রাহিম
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ: ০৫ পৌষ ১৪৩০/২০ ডিসেম্বর ২০২৩

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৫১.১১-৪৬৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম ভূঞা, জন্ম তারিখ : ০১-০৩-১৯৮৯ খ্রি., পিতা : মোহাম্মদ আব্দুর রফিক ভূঞা, মাতা : জায়েদা বেগম, গ্রাম-চাপুইর, ওয়ার্ড নং-০৭, ডাকঘর-ভাতশালা, উপজেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলার ১৩ নং মাছিহাতা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩০/১৪ জানুয়ারি ২০২৪

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৮৪.৭৫(১/১)-০৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ অহিদুল আলম, জন্ম তারিখ : ০১-০৩-১৯৮৩ খ্রি., পিতা-মোজাফ্ফর আহমদ, মাতা-কাওছার জাহান, মহল্লা-চিরিংগা দক্ষিণ হাসপাতাল পাড়া, ওয়ার্ড নং-০৪, ডাকঘর-চিরিঙ্গা এস.ও, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার চকরিয়া পৌরসভার ০৪ ও ০৬ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/০৩ ডিসেম্বর ২০২৩

নং **৫৩.০০.০০০০.৪৩২.১৪.০০১.১৯.১৯৩**—সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (সাবিনকো)-এর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৪৩, ৪৪ ও ৪৫ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়ার কাদের ছিদ্দিকী, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সীমা দত্ত
সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/২৩ নভেম্বর ২০২৩

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৪.২২(অংশ-১)-১৭৩৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ তাজকিন আহমেদ, পিতা: আবুল কাশেম, গ্রাম: কামালনগর (আবুল কাশেম সড়ক), ডাকঘর: সাতক্ষীরা-৯৪০০, উপজেলা: সাতক্ষীরা সদর, জেলা: সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়র এর দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বিরোধী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা, পৌরসভার ঠিকাদারী কাজে অংশগ্রহণ, পরিষদ সদস্যগণের অবমূল্যায়ন ও পরিষদ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করা, পৌরসভার পানি শাখাকে পরিকল্পিতভাবে অকার্যকর করা, সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য ঠিকাদারগণের কার্যাদেশ প্রদান না করা এবং পৌরসভার স্বার্থ হানিকর বিভিন্ন কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণের লক্ষ্যে পৌর পরিষদের বিশেষ সভার কার্যবিবরণী স্থানীয় সরকার বিভাগে দাখিল করা হয়;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয়ে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যধারা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে নিয়োগ করা হলে অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা হতে জবাব প্রদানের জন্য কারণ দর্শানো হলেও তিনি কোনো জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে উক্ত পৌরসভার ১১ (এগার) জন সদস্য এবং বিপক্ষে শূন্য ভোট প্রদান করায় অনাস্থা প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে;

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৮(১২) অনুযায়ী কোনো পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবটি পৌরসভার মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট মেয়র বা কাউন্সিলরের আসনটি সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা শূন্য বলে ঘোষণা করবে মর্মে বিধান রয়েছে; এবং

সেহেতু, জনাব মোঃ তাজকিন আহমেদ, পিতা: আবুল কাশেম, গ্রাম: কামালনগর (আবুল কাশেম সড়ক), ডাকঘর: সাতক্ষীরা-৯৪০০, উপজেলা: সাতক্ষীরা সদর, জেলা: সাতক্ষীরা, মেয়র, সাতক্ষীরা পৌরসভা-এর বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবটি পৌরসভার মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৮(১২) অনুযায়ী সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়র এর আসনটি এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৪.২২(অংশ-১)-১৭৩৪**—সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ তাজকিন আহমেদ-এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা, পৌরসভার ঠিকাদারী কাজে অংশগ্রহণ, পরিষদ সদস্যগণের অবমূল্যায়ন ও পরিষদ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করা, পৌরসভার পানি শাখাকে পরিকল্পিতভাবে অকার্যকর করা, সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য ঠিকাদারগণের কার্যাদেশ প্রদান না করা এবং পৌরসভার স্বার্থ হানিকর বিভিন্ন কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে উক্ত পৌরসভার ১২ (বারো) জন কাউন্সিলর কর্তৃক আনীত অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সরকার তথা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৮(১২) অনুযায়ী সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়র এর আসনটি ২৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৪.২২(অংশ-১)-১৭৩৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে শূন্য ঘোষণা করা হয়।

২। এমতাবস্থায়, সাতক্ষীরা পৌরসভার নূতন মেয়রের কার্যভার গ্রহণ করা পর্যন্ত স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০(৩) অনুযায়ী উক্ত পৌরসভার প্যানেল মেয়র-১ কাজী ফিরোজ হাসানকে উক্ত পৌরসভার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ মেয়র এর দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ০৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/২২ নভেম্বর ২০২৩

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৪৮.১২(১)-৪১০**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট

হইয়া আপনাকে (মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান, পিতা-মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, মাতা-খাদিজা বেগম, গ্রাম-চর মাদার, ওয়ার্ড নং-০৬, ডাকঘর-সানন্দবাড়ি বাজার, উপজেলা-দেওয়ানগঞ্জ, জেলা-জামালপুর)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ২নং চর আমখাওয়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/২৭ নভেম্বর ২০২৩

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৯.০৪-৪১৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব ইমরান, পিতা-আব্দুল বারী, মাতা-আছিয়া বেগম, গ্রাম-সেনের মাকুল্যা, ডাকঘর-বরুরিয়া, উপজেলা- গোপালপুর, জেলা-টাঙ্গাইল)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার ০৪ নং নগদাশিমলা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/২৮ নভেম্বর ২০২৩

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৮.৭৫(১/১)-৪২৫**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মো: আ: বাতেন, পিতা-মো: মোস্তাক, মাতা-সামসুন্নাহার, গ্রাম-গোলবুনিয়া, ওয়ার্ড নং ০৬, ডাকঘর- তেগাছিয়া, উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ০৪ নং মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৮.৭৫(১/১)-৪২৬**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ নেছার উদ্দিন, পিতা-আ: রাজ্জাক, মাতা-মোসা: মর্জিনা আক্তার, গ্রাম-মধ্য চালিতাবুনিয়া, ওয়ার্ড নং ০৭, ডাকঘর-মাছুয়াখালী, উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ১২ নং চম্পাপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/৩০ নভেম্বর ২০২৩

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৪৩.৯৪-৪৩২**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ উমর ফারুক, জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৮৫ খ্রি., পিতা: মোঃ সফাত আলী, মাতা: হাছনা বানু, গ্রাম-রামচন্দ্রপুর, ওয়ার্ড নং-০৭, ডাকঘর: চৈত্রঘাট, উপজেলা: কমলগঞ্জ, জেলা: মৌলভীবাজার)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ০১ নং রহিমপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৪৩.৯৪-৪৩৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ আব্দুল মকিত, জন্ম তারিখ: ০২-০৫-১৯৯৫ খ্রি., পিতা: মোঃ আব্দুর রশিদ, মাতা: বেগম বিবি, গ্রাম-সতিঝিরগাঁও, ওয়ার্ড নং-০৩, ডাকঘর: শমশেরনগর, উপজেলা: কমলগঞ্জ, জেলা: মৌলভীবাজার)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ০৪ নং শমশেরনগর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৪৩.৯৪-৪৩৪**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ সেলিম আহমদ, জন্ম তারিখ: ১৯-১২-১৯৯৫ খ্রি., পিতা: মোঃ তারিক মিয়া, মাতা: জমিলা ভানু, গ্রাম-নোয়াগাঁও, ওয়ার্ড নং-০১, ডাকঘর: পত্রখোলা, উপজেলা: কমলগঞ্জ, জেলা: মৌলভীবাজার)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ০৮ নং মাধবপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ২০ পৌষ ১৪৩০/০৪ জানুয়ারি ২০২৪

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৬.২৩-০৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ সায়েম রেজা মুনির, জন্ম তারিখ: ০১-০২-১৯৯০ খ্রি., পিতা-আমির হোসাইন, মাতা-ফরমোজা বেগম, গ্রাম-লক্ষ্যারচর বাজার পাড়া, ওয়ার্ড নং-০১, ডাকঘর-চিরিঙ্গা, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার চকরিয়া পৌরসভার ০১ ও ০৩ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলি

তারিখ : ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/০৩ ডিসেম্বর ২০২৩

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৮১.২৩.৪৬৩**—The Notaries Ordinance, 1961(১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ)-এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ রিয়াজুল হক, পিতা-চান মামুদ, মাতা-আয়েশা খাতুন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটরীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত

মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ-এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rurles, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং ১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৮৫.২৩.৪৬৪—The Notaries Ordinance, 1961(১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ)-এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আবুল হাসিব, পিতা-মোঃ আবদুল হান্নান, মাতা-মোসাঃ নুরজাহান বেগম-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ-এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং ১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৬৬.২৩.৪৬৫—The Notaries Ordinance, 1961(১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ)-এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব কানাই লাল দাশ, পিতা-কামেদা রঞ্জন দাশ, মাতা-পারুল বালা তালুকদার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ-এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/২৭ নভেম্বর ২০২৩

নং ১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৯০.২৩.৪৫৭—The Notaries Ordinance, 1961(১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ)-এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম, পিতা-মোঃ সামছুল হক বেপারী, মাতা-তাহেরুন নেছা-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ-এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
কারিগরি শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৯ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৭.০০.০০০০.০৫২.১৯.০০১.২১(অংশ-৫)-২৭১—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চিফ ইনস্ট্রাক্টর (টেক/সিভিল) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম-কে তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে আয়ন-ব্যয়ন ক্ষমতাসহ কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান তালুকদার
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/২৮ নভেম্বর ২০২৩

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩১.০৭২.১৪-১২৮৪**—বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র জনাব তৌহিদুর রহমান মানিক স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করায় সরকার তথা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(গ) অনুযায়ী বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ পৌরসভার মেযর এর পদ ২৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩১.০৭২.১৪-১২৮৩ নং প্রজ্ঞাপন মূলে শূন্য ঘোষণা করা হয়।

২। এমতাবস্থায়, বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ পৌরসভার নতুন মেয়রের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০(৩) অনুযায়ী উক্ত পৌরসভার প্যানেল মেয়র-১-কে উক্ত পৌরসভার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ মেয়র এর দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া
উপসচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাণিজ্য সংগঠন-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৩ কার্তিক ১৪৩০/১৯ অক্টোবর ২০২৩

নং **২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০৩৭.৯৮.৫৯২**—'বাংলাদেশ উইভার্স প্রডাক্ট এন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স বিজনেস এসোসিয়েশন' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নং-১৭/৯৯ তারিখ: ২৬-০৯-১৯৯৯;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রাদির জবাব দেয়নি;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি-বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীতে উত্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালেন্সসীট নিয়মিতভাবে দাখিল করেনি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর নিয়মাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, লাইসেন্স বাতিল কেন করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পরও জবাব পাওয়া যায়নি; এবং

যেহেতু, ১২-০৯-১৯৯৯ তারিখে আরজেএসসিতে নিবন্ধন পরবর্তী কোনো রিটার্ন পরিদপ্তরে দাখিল করা হয়নি;

সেহেতু, বাংলাদেশ উইভার্স প্রডাক্ট এন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স বিজনেস এসোসিয়েশন-এর অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুরের পর থেকে সংগঠনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে বিধায় বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ধারা ৫ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১(১) বিধির আওতায় বাংলাদেশ উইভার্স প্রডাক্ট এন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স বিজনেস এসোসিয়েশন-এর অনুকূলে ২৬-০৯-১৯৯৯ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর ১৭/৯৯ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

তারিখ : ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/২২ নভেম্বর ২০২৩

নং **২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০৩৯.৯৫.৬৩৮**—'দি বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নং-০২/২০০৪ তারিখ: ০৮-০১-২০০৪;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রাদির জবাব দেয়নি;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি-বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীতে উত্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালেন্সসীট নিয়মিতভাবে দাখিল করেনি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর নিয়মাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, লাইসেন্স বাতিল কেন করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পরও জবাব পাওয়া যায়নি; এবং

যেহেতু, ০৫-০৫-২০০৪ তারিখে আরজেএসসিতে নিবন্ধন পরবর্তী কোনো রিটার্ন পরিদপ্তরে দাখিল করা হয়নি;

সেহেতু, দি বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন-এর অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুরের পর থেকে সংগঠনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে বিধায় বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ধারা ৫ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১(১) বিধির আওতায় দি বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন-এর অনুকূলে ০৮-০১-২০০৪ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর ০২/২০০৪ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মালেকা খায়রুন্নেছা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/৩০ নভেম্বর ২০২৩

নং **২৫.০০.০০০০.০২৩.০৩১.৬৭.১৫-৩২৫**—গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ তারিখের এস, আর, ও ৩৬৪-এল/৮৬ এর ৫(১)(ক) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত গেজেটের ৯৭৬২(২৫) নং পৃষ্ঠার ০৮ নং ক্রমিকে 'ক' তালিকাভুক্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির বাড়ি নং ৩১/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আবদুল মাননান এর অনুকূলে বিক্রয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বাড়িটি সংরক্ষিত তালিকা হইতে বিক্রয় তালিকায় আনয়ন করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অভিজিৎ রায়
উপসচিব।

প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন অধিশাখা-১৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/০৫ ডিসেম্বর ২০২৩

নং **২৫.০০.০০০০.০৫৩.০০৬.০১২.২০১৯.৩৬১**—Bangladesh National Building Code 2020 বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র দেশের জন্য মানসম্মত কারিগরি নকশা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী নিরাপদ ভবন নির্মাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Bangladesh Building Regulatory Authority (BBRA) গঠনের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে নিম্নোক্ত কারিগরি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

১. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

২. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

৪. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।

৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৬. চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

৭. মহাপরিচালক, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

৮. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)।

৯. পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।

১০. সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) /সভাপতি, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট/সভাপতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লানার্স/সভাপতি, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)।

সদস্য-সচিব

১১. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।

২.০ **অন্তর্বর্তীকালীন কারিগরি সমন্বয় কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) রেজিস্টার্ড পেশাজীবীদের মাধ্যমে স্থাপত্য নকশা, স্ট্রাকচারাল নকশা, ইলেকট্রিক্যাল নকশা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল, প্লাম্বিং ও ফায়ার সেইফটি বিষয়ক নকশাসমূহ প্রস্তুতসহ নকশা ভেটিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে একটি আইটি বেইজড অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গঠন;

(খ) ভবন নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য লাইসেন্সিং সিস্টেম প্রবর্তন ও হালনাগাদকরণ;

(গ) Bangladesh National Building Code 2020 (BNBC 2020) অনুযায়ী ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুসরণসহ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত নকশা (স্থাপত্য, স্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রিক্যাল ও অন্যান্য) ভেটিং ও অনুমোদন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) ভবনের নির্মাণ কাজ চলাকালীন Bangladesh National Building Code 2020 (BNBC 2020) যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ও যুগোপযোগী পরিবীক্ষণ সিস্টেম প্রবর্তন/পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) Building Construction Committee (BC Committee) সমূহ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা ক্ষেত্রবিশেষে যাচাই বাছাইকরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরেজমিনে পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সংশিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ;

(চ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখের ২৮০ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমগ্র দেশের জন্য প্রণীত Building Construction Committee (BC Committee) কর্তৃক গৃহীত যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ সোহেল হাসান
যুগ্মসচিব।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বস্ত্র-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০/০৪ ডিসেম্বর, ২০২৩

নং **২৪.০০.০০০০.১১৬.০৬.০২৭.১৭-১৭১**—বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৩ এর ৬(১)(ট) উপধারা মোতাবেক বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে ০১-১২-২০২৩ তারিখ থেকে আগামী ৩ (তিন) বছরের জন্য বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের খণ্ডকালীন সদস্য মনোনয়ন দেয়া হলো :

১. জনাব মো: সমিরুদ্দিন, গ্রাম: চরধরমপুর, ডাকঘর: ভোলাহাট, উপজেলা: ভোলাহাট, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

২. জনাব মো: টিপু সুলতান শাহ, গ্রাম: খলিশাকুড়ি, ডাকঘর: সন্ন্যাসীতলা, উপজেলা: ভোলাহাট, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

৩. জনাব মোছা: নিলুফা ইয়াসমিন, ঠিকানা: বাসা/হোল্ডিং: ৮৪/০৬, গ্রাম/রাস্তা: আসাম কলোনী, ডাকঘর: সপুরা-৬২০৩, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

২। শর্তাবলি:

(ক) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৩ এর ধারা ৬ উপধারা ১ এর দফা (ট) মোতাবেক মনোনীত সদস্যকে সরকার যে কোনো সময় কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তার সদস্য পদ বাতিল করতে পারবে;

(খ) মনোনীত কোনো সদস্য চেয়ারম্যান এর নিকট লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন, চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোনো পদত্যাগ কার্যকর হবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নাসির উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা, বিধি ও মতামত শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১৯ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০০৩.২৩-৯৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ খোর্শেদ হোসেন, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)(সাময়িক বরখাস্তকৃত) সিলেট মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট চলমান SEIP প্রকল্পের সকল কার্যক্রমের সমন্বয় ও তদারকির দায়িত্ব প্রাপ্ত। ১১ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি: তারিখ সকাল ৮:৪০ মিনিটে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত SEIP প্রকল্পের নির্বাহী প্রকল্প পরিচালকসহ তাঁর নেতৃত্বে ০৮ সদস্যবিশিষ্ট টিম আকস্মিকভাবে সিলেট মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে SEIP প্রকল্পে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়;

২। যেহেতু, আকস্মিক পরিদর্শন প্রতিবেদনে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে গত ২৭ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের FD/SEIP/Surprise Visit/635/2022-942 নং স্মারকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষকে সতর্ক করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। SEIP প্রকল্পের চলমান সকল কার্যক্রমের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালনে তাঁর উদাসীনতা, অদক্ষতা, কর্তব্যকর্মে অবহেলার কারণে এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে;

৩। যেহেতু, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত SEIP প্রকল্পের নির্বাহী প্রকল্প পরিচালকসহ তাঁর নেতৃত্বে ০৮ সদস্যবিশিষ্ট টিম কর্তৃক কর্তব্যে অবহেলা/গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গত ২১ মে ২০২৩ তারিখের ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০০৩.২৩-৪৪ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ১২(১) বিধি মোতাবেক চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

৪। যেহেতু, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের ৪৯.০০.০০০০.০৫০. ২৭.০০৩.২৩-৭১ নং স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে কারণ দর্শানো হয় এবং একইসাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে ২৫-১০-২০২৩ তারিখ শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তাঁর কর্তব্যকালে অবহেলার বিষয়টি স্বীকার করেন এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ধারায় অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সামগ্রিক বিচারে তাঁকে 'লঘুদণ্ড' আরোপ করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়;

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ খোর্শেদ হোসেন, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) (সাময়িক বরখাস্তকৃত) সিলেট মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট-কে অসদাচরণের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ উপবিধি ২(১) এর (খ) মোতাবেক চাকুরী বা পদ সম্পর্কিত বিধি আদেশ অনুযায়ী তাঁর "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
সিনিয়র সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১৯ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০০৩.২৩-৯৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ খোর্শেদ হোসেন, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)(সাময়িক বরখাস্তকৃত) সিলেট মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট চলমান SEIP প্রকল্পের সকল কার্যক্রমের সমন্বয় ও তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত। ১১

এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি: তারিখ সকাল ৮:৪০ মিনিটে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত SEIP প্রকল্পের নির্বাহী প্রকল্প পরিচালকসহ তাঁর নেতৃত্বে ০৮ সদস্যবিশিষ্ট টিম আকস্মিকভাবে সিলেট মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে SEIP প্রকল্পে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়;

২। যেহেতু, আকস্মিক পরিদর্শন প্রতিবেদনে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে গত ২৭ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের FD/SEIP/Surprise Visit/635/2022-942 নং স্মারকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষকে সতর্ক করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। SEIP প্রকল্পের চলমান সকল কার্যক্রমের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালনে তাঁর উদাসীনতা, অদক্ষতা, কর্তব্যকর্মে অবহেলার কারণে এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে;

৩। যেহেতু, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত SEIP প্রকল্পের নির্বাহী প্রকল্প পরিচালকসহ তাঁর নেতৃত্বে ০৮ সদস্যবিশিষ্ট টিম কর্তৃক কর্তব্যে অবহেলা/গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গত ২১ মে ২০২৩ তারিখের ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০০৩.২৩-৪৪ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ১২(১) বিধি মোতাবেক চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

৪। যেহেতু, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের ৪৯.০০.০০০০.০৫০. ২৭.০০৩.২৩-৭১ নং স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে কারণ দর্শানো হয় এবং একইসাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে ২৫-১০-২০২৩ তারিখ শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তাঁর কর্তব্যকালে অবহেলার বিষয়টি স্বীকার করেন এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ধারায় অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সামগ্রিক বিচারে তাঁকে 'লঘুদণ্ড' আরোপ করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়;

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ খোর্শেদ হোসেন, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) (সাময়িক বরখাস্তকৃত) সিলেট মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট-কে অসদাচরণের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ উপবিধি ২(১) এর (খ) মোতাবেক চাকুরী বা পদ সম্পর্কিত বিধি আদেশ অনুযায়ী তাঁর "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১৯ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.১৩২.২০২০-৮৫—যেহেতু, জনাব পংকজ চৌধুরী, [বর্তমান ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলফামারী] কেরানীগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত থাকাকালীন গত ৩১-০৮-২০২০ খ্রি. তারিখ সোমবার রাত আনুমানিক ৭.৩০ মিনিটে পারস্পরিক যোগসাজসে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের স্বাক্ষরবিহীন ও স্বহস্তে লিখিত গেট-পাসে একটি কম্পিউটার ও একটি প্রিন্টারের কার্টুন উল্লেখ করে স্টেপ প্রকল্প থেকে পাওয়া দু'টি ব্র্যান্ড নিউ এয়ারকন্ডিশনার চুরি/আত্মসাতের উদ্দেশ্যে কেরানীগঞ্জ টিটিসি'র বাইরে নেওয়ার চেষ্টাকালে নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ মনির হোসেন-এর বাঁধায় ব্যর্থ হন। অতঃপর মহাপরিচালক, বিএমইটি বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর তদন্ত কমিটি কর্তৃক সরেজমিন তদন্তে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়;

২। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে কেরানীগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এরূপ মূল্যবান দু'টি এয়ারকন্ডিশনার চুরির প্রচেষ্টায় তিনি সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন মর্মে তার এরূপ আচরণ অসদাচরণ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

৩। যেহেতু, অভিযোগসমূহের সত্যতা পাওয়া যাওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা নং ১১/২০২১ সূচনা করে ০৭-০৩-২০২১ তারিখে ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.১৩২.২০২০.১৪৭ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং একইসাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়;

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনাম ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন। গত ০১-০৯-২০২১ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তীতে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২) অনুযায়ী ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করে এবং আনীত অভিযোগসমূহ বিবেচনা করে তাঁকে তিরস্কার দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৬। সেহেতু, জনাব পংকজ চৌধুরী, প্রাক্তন ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স), কেরানীগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র [বর্তমানে ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলফামারী]-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার" লঘুদণ্ড প্রদান করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
সিনিয়র সচিব।

সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ কার্তিক ১৪৩০/০৯ নভেম্বর ২০২৩

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.১৯.১৪৩(অংশ-১).২২-৩৩৭**—জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র আওতাধীন দপ্তরে কর্মরত নিম্নবর্ণিত ০২ (দুই) জন কর্মকর্তাকে তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত কর্মস্থলে বদলি/সংযুক্তি প্রদান করা হলো :

ক্রম	নাম ও পদবি	বর্তমান পদ ও কর্মস্থল	সংযুক্তিকৃত পদ ও কর্মস্থল
১.	জনাব মোঃ রিয়াজ শরীফ চীফ ইন্সট্রাক্টর	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) দিঘলিয়া টিটিসি, খুলনা। (সংযুক্তি)	চীফ ইন্সট্রাক্টর টিটিসি, খুলনা। (সংযুক্তি)
২.	জনাব ফজলুল হক ইন্সট্রাক্টর	ইন্সট্রাক্টর, টিটিসি, ফরিদপুর। (সংযুক্তি)	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) আয়ন-ব্যয়নের দায়িত্বসহ দিঘলিয়া টিটিসি, খুলনা। (সংযুক্তি)

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো। সংযুক্তিকৃত কর্মকর্তাগণ তাদের মূল কর্মস্থল হতে বেতন-ভাতাদি উত্তোলন করবেন। আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল হতে অবমুক্ত করতে হবে/হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

একেএম শরীফুল আলম সিদ্দিকী
উপসচিব।